https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও ইকো-লিঙ্গুইস্টিক্স : ভাষা পাঠের বিকল্প ভাবনা

সুরজিত প্রামাণিক [১]

ISSN: 3049-0278 (Online) DOI (Crossref)Prefix: 10.63431
AIJITR - Volume - 3, Issue - II, Mar-Apr 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

আমরা যে প্রতিনিয়তই ভাষাকে ভাবছি, গতিশীলতার সাথেই ভাবছি। ভাষাও তার পরিচিত পরিসর ডিঙিয়ে সাহিত্যের সৌজন্যে তার অন্তরে সাজিয়ে নিচ্ছে সমাজ,সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতির মতো নানান ধারণাকে। ঠিক একইরকম তথাকথিত ভাবে বিশ শতকেরমাঝামাঝি সময় সাহিত্যে একটি যুগোচিত প্রস্থান গড়ে উঠেছে যেটি হলো ইকো-ক্রিটিসিজম। এই ইকো ক্রিটিসিজমকে কেন্দ্র করে ভাষাতত্ত্বের নতুন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়,যেটি ইকো- লিঙ্গুইস্টিক বা পরিবেশগত ভাষাতত্ত্ব নামে পরিচিতি লাভ করেছে। পরিবেশবাদী সমালোচনা সাহিত্যের পরিবেশবাদী মূল্য রয়েছে যেমন ঠিক তেমনই তার শিল্প মূল্যও রয়েছে। যান্ত্রিক কলেবরে নিমজ্জিত চেনা প্রকৃতি পরিবেশ ও মানুষের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্য এক বিশেষ ধরনের সচেতনতমূলক কথাকৌশল ধরা পড়ছে ক্রমাগত। দেশ বিদেশের নানা সাহিত্যিক তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে চারিয়ে দিচ্ছে বিপন্ন পরিবেশের কথা, তার পরিনতি এবং প্রতিকার। Eco text, eco novel, eco poetry এর মতো নতুন নতুন প্রস্থান গড়ে উঠছে সাহিত্যে। বিশেষ করে একবিংশ শতাব্দীতে মানবের সম্মুখে বড় বড় পরিবেশগত সমস্যাগুলোর সমাধানে অবদান রাখার জন্য। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি, খাদ্য নিরাপত্তা সংকট, জলবায়ু পরিবর্তন, জলের সংকট, জ্বালানি নিরাপত্তা, রাসায়নিক দূষণ, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্ন—যেগুলো প্রতিনিয়ত পৃথিবী,ও মানুষের টিকে থাকার সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।লেখকরা এই বিষয়গুলোকে স্পষ্ট করতে ভাষাকে পরিবেশ রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলছে।কারন আমরা জানি একমাত্র ভাষায় মানুষের চিন্তা ও আচরণকে প্রভাবিত করে। ভাষার মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।সাহিত্যে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের অনুভূতি প্রকাশ করে।

নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে ‘ইকোলিঙ্গুইস্টিক্স’ শব্দটি অন্তত ১৯৯০-এর দশক থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (Fill এবং Mühlhäusler ২০০১)।ভাষাবিদ Einar Haugen প্রথম ভাষার পরিবেশ বা “Ecology of Language” ধারণাটি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে এই ধারণাকে বিস্তৃত করেন Arran Stibbe, যিনি ভাষার মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের চিন্তা ও আচরণের বিশ্লেষণ করেছেন। তবে ‘ইকোলিঙ্গুইস্টিক্স’ শব্দটি বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে, যার কিছু বৃহত্তর পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের জন্য বেশি প্রাসঙ্গিক।

‘ইকোলিঙ্গুইস্টিক্স’ শব্দটি বিভিন্ন ধরনের গবেষণাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়—যেমন ভাষার পারস্পরিক ক্রিয়া ও বৈচিত্র্য নিয়ে গবেষণা; পরিবেশ বিষয়ক লেখার বিশ্লেষণ; কোনো ভাষার শব্দ কীভাবে স্থানীয় পরিবেশের বস্তুর সাথে সম্পর্কিত তা নিয়ে গবেষণা; প্রকৃতি সম্পর্কিত শব্দের ব্যাপক ব্যবহার;অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাব ভাষার শব্দভাণ্ডারে সবচেয়ে সরাসরি প্রতিফলিত হয়।নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের উপভাষা নিয়ে গবেষণা ইত্যাদি।

---

[১] *গবেষক, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়*

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.II.2026.94-99
AIJITR, Volume 3, Issue –II, March - April, 2026, PP.94-99
Received on 1st March, 2026 & Accepted on 10th March, 2026, Published: 31st March, 2026

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ইকোলিঙ্গুইস্টিক গবেষণায় সাধারণত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যায়:

১. Symbolic Ecology

ভাষা ও প্রতীকের মাধ্যমে প্রকৃতির উপস্থাপন।

২. Sociocultural Ecology

সমাজ ও সংস্কৃতির মাধ্যমে মানুষের পরিবেশ সম্পর্ক।

৩. Natural Ecology

মানুষ ও প্রকৃতির বাস্তব সম্পর্ক।

এইপদ্ধতিগুলির দ্বারা ইকো লিঙ্গুইস্টিকের ক্ষেত্রটি আমরা বিশ্লেষণ করতেই পারি, যেহেতু বাংলা সাহিত্যের সেই প্রাচীন নিদর্শন থেকেই আমরা লক্ষ্য করে এসেছি সাহিত্যের একনিষ্ঠ উপাদান হিসেবে প্রকৃতি-পরিবেশের অপরূপ সৌন্দর্য্য সাহিত্যিকদের কাছে বরাবরের জন্যই গ্রহনীয়।বাংলা সাহিত্যনিসর্গজারিত।বাংলার নদী, পাহাড়,অরণ্য মুক্ত আকাশ-বাতাস প্রভৃতি নিয়ে বাঙালি কবিরা নিসর্গ প্রেমে মগ্ন।কিন্তু বর্তমান সময়ে সাহিত্যতে প্রকৃতি-পরিবেশকেশুধুমাত্র নান্দনিকতার বা সুন্দরের উৎস ভূমি রূপে দেখার সময় প্রায় শেষ হয়েএসেছে। কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা পরিচালিত মনুষ্য সম্প্রদায় তাদের জীবনযাত্রায় মাত্রারিক্ত প্রয়োজন ও লোভ -লালসাকে চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর যে নির্মম খড়্গাঘাত হানছে। তার ফল স্বরূপ প্রকৃতির ভারসম্য নষ্ট হয়ে চলছে। গোটা বিশ্ব জুড়েচরম সংকট সৃষ্টি হচ্ছে যেটা প্রকৃতপক্ষে সভ্যতারই সংকট । আর এই সংকট থেকে পরিবেশকে রক্ষা করা আমাদের প্রথম শ্রেণির কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের নৈতিক আচরণ করতেই হবে। পরিবেশের যত্ন ও সংরক্ষণ বাঞ্ছনীয়। ফল স্বরূপ বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। ক্রমান্বয়ে এই পরিবেশ চর্চা বা পরিবেশ ভাবনা পৃথিবী ব্যাপী আন্দোলনের রূপ ধারণ করে।যা শুধুমাত্র বিজ্ঞান চর্চার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সাহিত্যেরও বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। আর সাহিত্যিকরাও তাঁদের শৈল্পিক দায়বদ্ধতা স্বরূপ পরিবেশ ভাবনা বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করেন।কারণপরিবেশের বিপন্নতা স্পর্শ করেছে তাঁদের চেতনাকেও।পরিবেশবিদদের মতো তাঁরাও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন।পাঠককে সচেতন করছেনসমসাময়িক পরিবেশ-কেন্দ্রিক সমস্যার বার্তা সাহিত্যের নানান শাখায় পরিবেষণ হয়েছে।

প্রথাগত পরিবেশ চর্চার অনেক আগেইবিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ চিন্তায় ব্রতী হয়েছিলেন।তাঁর প্রমাণ আমরা পেয়েছি অনেক কবিতার মধ্য দিয়েযেমনতাঁর ‘চৈতালী’ কাব্যের ‘সভ্যতার প্রতি’কবিতায় শহরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক জীবনযাত্রায় অতিষ্ট হয়ে যথার্থই বলেছিলেন---

“ দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও সে তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশী” (সভ্যতার প্রতি)

ভাষার নিরিখে যদি দেখি আধুনিক সভ্যতা বা নবসভ্যতার সম্পর্কে বলতে গিয়েই এক বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার করেছেন এবং সাথেহৃদয়বিদারক বিশেষণও ব্যবহার করছেন –‘নিষ্ঠুর, সর্বগ্রাসী’ কিন্তু বিপরীতে তিনি ‘তপোবন’ শব্দের অর্থে মনে করিয়ে দিচ্ছেন ছায়া সুনিবিড়, শীতল নিরিবিলি প্রাকৃতিক উপাদানের ভরপুর এক পরিবেশের কথা। যা ধীরে ধীরে মানুষের হাতেই ধ্বংস হয়ে পড়ছে।

একই সুরে প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যের অগণিত কবিতায় ধরা পড়ে যেন---

“মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।”(মিতভাষণ, বনলতা সেন)

মানুষ আর মানুষের সভ্যতা যেভাবে অত্যাধুনিকতার নামে নির্বিচারে পরিবেশকে ক্রমাগত শুষে নিচ্ছে। নগরায়নের দাবানলে যেভাবে প্রকৃতির সজীব উপাদান গুলো নদী- নালা গাছপালা, গ্রাম্য সজীবতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে সেই কথা ভেবেই রবীন্দ্রসুরেই কবি বলে গেছেনএই কথা। এছাড়াও তাঁর অন্য একটি কবিতাও তা স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছে ---

“কত কোকিলকে স্থবির হয়ে যেতে দেখেছি

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সিংহ অরণ্যকে পাবে না আর,
পাবে না আর কোকিলের গান, (শীতরাত,মহাপৃথিবী)

মানুষিক পৃথিবী যতই প্রাকৃতিকতা হারিয়ে কৃত্রিমতার দিকে এগোচ্ছে, ততই হৃদয়ের কোকিল স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক একই বিপর্যয়ের কথা একই বিপন্নতার সুর তাঁর অন্য একটিকবিতায়ও ফুটিয়ে তুলেছেন ----

"মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে;
বড়ো বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।" (মিতভাষণ,বনলতা সেন)

যদিও 'Sociocultural Ecology' বাসমাজ ও সংস্কৃতির ভাবনারমাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক দেখাতে গিয়েজীবনানন্দ দাশ ' কাল বেলা অবেলা' গ্রন্থের 'অনন্দা ' কবিতায় মানবজাতির নিশ্চিত বিনাশের রূপরেখা এঁকে দিয়ে গেছেন। তিনি মানুষ প্রকৃতি ও পরিবেশকে সমানুপাতিক অনুভব করেই ভবিষ্যৎবাণী

করেছেন যে" এই নগরী যে কোনো দেশ ; যে কোনো পরিচয়ে আজ পৃথিবীর মানবজাতির ক্ষয়ের বলয়ে।
এখানে বোঝায় যায় নগরী" শুধু একটি শহর নয়, বরং আধুনিক সভ্যতার প্রতীক।
"ক্ষয়ের বলয়" শব্দের দ্বারা নির্দেশ করাহয়েছে মানবসভ্যতার ধ্বংস বা অবক্ষয়ের এক ভয়াবহ রূপ ।অর্থাৎ, কবি বলতে চেয়েছেন যে আজকের নগরসভ্যতা যে কোনো দেশ বা পরিচয়ের মানুষকে একই ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলছে।

প্রকৃতির এক অনন্য অবধারিত উপাদান নদী নালা জলাশয় যার সৌন্দর্য লেখকরা বরাবরই ভোগ করেছেন।যেহেতু জীবনানন্দ দাশ নদীমাতৃক দেশের সন্তান, নদীর সাথে জীবনকে জড়িয়ে নদীর কথা জীবনের কথা বারবার তাঁর কবিতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে সেহেতু নদীর বহমানতা, অস্তিত্ব ও বিপন্নতার সমস্ত রূপ ধরা দিয়েছে। এরকমই একটি রূপ হলো –

"একদিন এই নদী শব্দ করে হৃদয়ে বিস্ময় আনিতে পারেনা
আর মানুষের মন থেকে নদীরাহারায় "

শুধু নদীই নয় আমাদের চারপাশে একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব জলাশয় গুলো কমে আসছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেআইনি ভাবে জলাশয়, পুকুরগুলো ভরাট করে বসতবাড়ি গড়ে তুলছে। পরিবেশ ভারসাম্যের কথা না ভেবেই মানুষ এসব অনৈতিক কর্ম গুলো সাধন করছেন। তাই বোধহয় কবি বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর কবিতায় অসাধারণ কথাবয়ব ব্যবহার করেছেন ---

'নীতিহীনের নীতি বোধে
বুজিয়ে জলাভূমি
রাস্তা পেড়ে, ইমারত গড়ে
নগর অগ্রগামী
বিপর্যয় ইকোসিস্টেমে
বিপদে পরিবেশ নষ্টজমি,
জল ও বায়ু
কঙ্কালসার দেশ (পুকুর চুরি)

জলাশয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসের প্রতিচ্ছবি আমরা বিনোদ ঘোষালের গল্প 'পুকুর' এবং পীযূষ ভট্টাচার্যের দলছুট গল্পেও পেয়ে থাকি। এরকম অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং টেক্সটেও পরিবেশ বিষয়ক চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখকেরা পরিবেশেগত ভাষাকে ধারণ করেছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে । যেটা অনেকটাই পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক বা সচেতন মূলক বলায় যায়।তবে এই ইকোলজি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশাল পরিধির সৃষ্টি হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে প্রচুর লেখক পরিবেশের বিপন্নতাকে সামনে রেখে লিখছেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাই তাঁদের সৃষ্টির ভেতরে গিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে পরিবেশগত ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়টা আগামীতে আরো স্পষ্ট রূপ নিতে পারে বলে মনে হয়।

পরিবেশ চেতনার কথা স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যের সেই প্রাচীন নিদর্শন থেকে কমবেশি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু বাংলা সচেতনভাবে কিংবা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

উদ্দেশ্যমূলকভাবে১৯৯০ সালে লেখক কিন্নর রায় সরাসরি প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয়কে বিষয়বস্তু করেতাঁর 'প্রকৃতি পাঠ ' নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। যেখানে সতীপ্রসন্নের হাত ধরে ঔপন্যাসিক কলকাতার পরিবেশের অবক্ষয়কে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসটিতে পরিবেশের উপাদান সম্পর্কিত অনেক তৎসম, তদ্ভব, বিশেষ্য,ক্রিয়াবাচক শব্দের আমদানি করেছেন যা সাধারণ উপন্যাসের ভাষার তুলনায় অনেকটা বাস্তবমুখী।

প্রকৃতি ও মানুষের শুধু দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ছাড়াও বিভিন্ন শাখার লেখকরা তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির মধুর সম্পর্কও তুলে ধরেছেন যেমন ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব গুহ তাঁর বিখ্যাত 'মাধুকরী' উপন্যাসে একটা জায়গায় বলেছেন---

"এক একটি গাছ যেন এক একজন সুগন্ধি নারী"

অরণ্য ও প্রকৃতিপ্রেমী বুদ্ধদেব গুহ তাঁর এই উপন্যাসে বনজ রমণীদের শরীরের সাথে গাছের শাখা-প্রশাখার এক চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক মিল খুঁজে পেয়েছেন।এই অনন্য উপমাটির দ্বারা তাঁর লেখার অরণ্য-চেতনা ও নারী-প্রকৃতির একাত্মতাকে ফুটিয়ে তোলেন। যেটি ইকো লিঙ্গুইস্টিকেরSymbolicEcology' দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্দেশ করে। বুদ্ধদেব গুহর অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে ইকোফ্যামিনিজম্ ভাবনাটিকে রূপ দিয়ে গিয়ে কখনো প্রতীকের আড়ালে কখনো বা উপমা বা সরাসরি ভাবেই মানুষ ও প্রকৃতির উপাদান গুলো ভাষায় জায়গা করে দিয়েছেন। তাঁর 'হাতি' নামক একটি গল্প বিচার করলেই ভাষার রূপটি আমরা স্পষ্ট বুঝে নিতে পারব, যেখানে দেখা যাচ্ছে কীভাবে ক্লান্ত নাগরিক মানুষ দু-দণ্ডের শান্তির জন্য বন্য প্রকৃতির কাছে এসে তার রূপ রস আস্বাদন করছেন। শহুরে মানুষের লোভ লালসা কীভাবে প্রকৃতি এবং বনচারী মানুষদের উপর আঘাত হানছে।

"হঠাৎ মনে পড়লো তার সকাল বেলা জঙ্গলে সাদাটে সুন্দর নরম গাছ দেখেছিলেন। গাছটির কান্ড এবং ডালপালা ভারী সুন্দর। দুখিয়া নাম বলেছিল চিলবিল। দুখিয়ার দিদির উরুদুটি কি চিলবিল গাছেরই মত মসৃণ হবে?"

রায়সাহেবের মতো মানুষরা যেভাবে প্রকৃতির উপর কুনজর দিয়েছেন ঠিক সেই ভাবেই অসহায় সহজ সরল মানবও বিপদগ্রস্ত হয়েছে। তবে গল্পকার পরিবেশের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য প্রকৃতির উপাদানকেই কাজে লাগিয়ে প্রতিশোধ বা প্রতিকার করছেন আশ্চর্য ভাবে ---

"হঠাৎ নিমিষের মধ্যে দৌড়ে এসে হাতিটা রায়সাহেবকে তাঁর দশ হাজারী শাল সমেত পাঁজাকোলা করে শুঁড়ে তুলে নিল.....
পরক্ষণেই হাতিটা তাঁকে নিয়ে বয়ের গাছের ডাকে কয়েকবার আছাড় মেরে পায়ের নিচে এনে ফেলল। পা দিয়ে মাড়াল বারবার।
তারপর নিঃশব্দে হাতিটা ফিরে গেল দূরের কুয়াশা ঘেরা নীল পাহাড়ের দিকে গজ-গমনে।"

ভাষাবিদ পবিত্র সরকার মহাশয়পরিবেশের অবক্ষয়ের ভয়াবহ স্তুতি করে বলেন ---

"গাছ উপড়েছে, বন-জঙ্গল
গেছে আগুনের গ্রাসে;
বসিয়েছে ইটভাঁটি, কারখানা,
সাজিয়েছে বহুতল;
জলাভূমি কত ঠেলিছে কবরে,
যন্ত্রের সন্ত্রাসে
খাড়া হয়ে গেছে শহর,
বাজার, বাহারি শপিং মল।
মানুষ মেতেছে উন্নয়নের
বীভৎস উল্লাসে।'(ক্ষমা কে চাইবে)

কবিতাংশে পরিবেশ ধ্বংস ও অযাচিত নগরায়নের সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে।

১)**"আগুনের গ্রাসে"**→ রূপক অর্থে বন ধ্বংস বোঝায়।

২)**"যন্ত্রের সন্ত্রাস"** → শিল্পায়নের ভয়াবহ প্রভাবের ইঙ্গিত।

৩)**"উন্নয়নের বীভৎস উল্লাস"**→ উন্নয়নের নামে প্রকৃতি ধ্বংসের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ।

প্রকৃতির অনন্য উপাদান অরণ্য। মানুষ যাকে নিজের প্রয়োজন, নিজের অত্যধিক লোভ মেটাতে গিয়েনানাভাবে ধ্বংস করে চলেছে। যার পরিণতি সভ্যতা এখনো উপলব্ধি করতে পারছেন না রবীন্দ্রনাথ এর পরিত্রাণ চেয়ে তার 'অরণ্যদেবতা'(১৩৪৫) প্রবন্ধে সতর্ক করেছেন ---

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

"লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতিকে ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্বিচারে বিনাশ করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে। ধরিত্রীর প্রতি কর্তব্যপালনের জন্য, তার ক্ষতবেদনা নিবারণের জন্য আমাদের বৃক্ষরোপণের এই আয়োজন।"

লেখক গভীর বেদনার সাথে পরিবেশ ধ্বংসের সম্বন্ধে "ধ্বংস", "নির্বিচারে", "বিনাশ", "ক্ষতবেদনা" ইত্যাদি শব্দে গুরুগম্ভীর ধ্বনি ব্যবহৃত করেছেন।

কথাকারঅমর মিত্রের উপন্যাস 'কৃষ্ণগহ্বর' যেখানে সরাসরি উন্নয়ন ও পরিবেশের দ্বন্দ্বে বিপন্ন মানবাত্মার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। একটি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠবে। শুরু হচ্ছে বিঘার পর বিঘা জুড়ে গাছ নিধন, লেখকের বর্ণনায়---

"মহাপুরুষের বট কাটা পড়ল। যত টিয়ে ছিল, কতক উড়ে গেল, কতক মরল,বট, অশুত, পাকুড়, নিম,শিরিস, আম, কাঁঠাল, জাম,জামরুল, সব গাছ কাটা পড়ল। বাদুর, পেঁচা উড়ে গেছে গাঙ দে, লেখ,শীত নাই কাঁঠালবেড়েতে..."

এই সংলাপের মধ্যে উঠে আসছে প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের ভাঙন যার সবকিছুর মূলে রয়েছে মনুষ্যজাতির হাত।

পৃথিবীর অবক্ষয়কে, বিপন্ন অবস্থাকে জোরালোভাবে বিশেষত করতে এবং আবারসেই ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে জীবনানন্দের 'সুচেতনা' কবিতারএকটি লাইনেই যথেষ্ট –

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।"

মানুষের হতাশা ও আশাবাদের জটিল মিশ্রণ এই পংক্তিটি।

সুতরাং এরকম অনেক গল্প, উপন্যাস, কবিতা এবং টেক্সটে পরিবেশ বিষয়ক চিন্তা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখকেরা পরিবেশেগত ধ্বনি, শব্দকে নিজস্ব বাক্য গঠনের রূপরেখায় সামিল করেছেন ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন ভাষাতাত্ত্বিক প্রস্থানযা অনায়সে ধারণ করেছেন তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে। যেটা অনেকটাই পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক বা সচেতনমূলক বলায় যায়।তবে এই ইকোলজি এবং ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি বিশাল পরিধির সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে। বিগত কয়েক দশকে প্রচুর লেখক পরিবেশের বিপন্নতাকে সামনে রেখে লিখছেন সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাই তাঁদের সৃষ্টির ভেতরে গিয়ে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে পরিবেশগত ভাষাতাত্ত্বিক বিষয়টা আগামীতে ধীরে ধীরে আরো স্পষ্ট রূপ নিতে পারে বলে আমার মনে হয়। বিশেষ করে পরিবেশ ও মানুষের মধ্যে ভারসম্য রক্ষার তাগিদে ইকো লিঙ্গুইস্টিক ক্ষেত্রটি ভূমিকা রাখতে পারে এই সীদ্ধান্ত স্বরূপ ভাষাবিজ্ঞানী Michael Trampe এর মতে---

"the field from a language-world-system and holds that the paradigm of human ecology should be complemented by an ecolinguistic paradigm. Ecolinguistics should contribute to overcoming the ongoing ecological crisis."

আকর গ্রন্থ

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* নবম ও চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪০২
২) মিত্র, অমর, *কৃষ্ণগহ্বর,* করুণা প্রকাশনী, অক্টোবর ২০১৯
৩) রায়, কিন্নর, *প্রকৃতিপাঠ,* দে'জ পাবলিশিং, নভেম্বর ২০০২
৪) দাশ, জীবনানন্দ, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* মাইতি বুক হাউস, ডিসেম্বর ২০১৪
৫) গুহ, বুদ্ধদেব, *শ্রেষ্ঠ গল্প,* দে'জ পাবলিশিং

সহায়ক গ্রন্থ

১) পাণ্ডা, বিশ্বজিৎ, *বিপন্ন পরিবেশের আখ্যান,* সোপান,প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০২২
২) মণ্ডল, সুশান্ত (সম্পাদনা), *ইকোক্রিটিসিজম ও বাংলা সাহিত্য,* দিয়া পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০২১
৩) Greg, Garrard,*Eco criticism*, The new critical idiom, Rutledge 2014
৪) Greg, Garrard, *Eco criticism*, Rutledge, 2012
৫) Maryland, *'Ecocriticism'*,Literature Compass, November 2013

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

৬) Alwin Fill and Peter Mühlhäusler (Editor), *The Ecolinguistic Reader: Language, Ecology and Environment*, New York,2001

পত্র পত্রিকা

১) পাল, সুশান্ত (সম্পাদনা) অভিক্ষেপ, (প্রকৃতি ও পরিবেশ) উৎসব সংখ্যা ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২) স্বারান্ত, (পরিবেশ ও প্রকৃতি; বিজ্ঞান-দর্শন-সমাজ-রাজনীতি) শীত, ১৪২৯, জানুয়ারী ২০২৩

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431